সংবাদ

তারিখ ... 17 FEB 2009 ...
... 32 ... ৩ ...

রেজি. প্রাথমিক শিক্ষকদের বিষয়ে জারি পরিপত্র স্থগিত ৬ মাস

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের বিষয়ে ২০০৮ সালের ১৪ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্রের কার্যকারিতা ৬ মাসের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে 'এই পরিপত্রকে কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না' তার কারণ জানতে চেয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছেন আদালত। পৃথক দু'টি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল

স্থগিত : পৃ: ২ ক: ২

স্থগিত : ৬ মাস

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি মো. আবদুল হাই সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এ আদেশ দেন। রিট আবেদনের পক্ষে ব্যারিস্টার সৈয়দ হাছিনুল আবেদীন মামলা পরিচালনা করেন।

ব্যারিস্টার সৈয়দ হাছিনুল আবেদীন সাংবাদিকদের বলেন, ২০০৮ সালের ১৪ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করে। ওই পরিপত্রে বলা হয়, এই পরিপত্র জারির সময় থেকে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন প্রধান শিক্ষকের পদ থাকবে না। সব শিক্ষকই সহকারী শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হবেন। সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি বলেন, এই পরিপত্র জারির পর বিভিন্ন রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদচ্যুত করা হয় এবং তাদের স্থলে নতুনদের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়।

ওই পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার গোপালপুর রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মোসলেম উদ্দিন ও কুষ্টিয়ার মটপাড়া রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার শিকদার পৃথকভাবে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন। রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে আদালত ওই পরিপত্রের কার্যকারিতা স্থগিত করেন এবং রুল জারি করেন। শিক্ষা সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব, মহাপরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর), মহাপরিচালক (মাধ্যমিক শিক্ষা), উপ-সচিব (বিদ্যালয়-মাধ্যমিক প্রাথমিক শিক্ষা) এবং গোপালপুর রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মটপাড়া রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতিকে রুলের জবাব দেয়ার জন্য ৬ সপ্তাহ সময় বেঁধে দেন আদালত।